রোযাদারের মনোযোগ আকর্ষণ

কোন কোন রোযাদারের কাছ থেকে যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি ঘটে থাকে, তার প্রতি সতর্কীকরণঃ

সমস্ত প্রশংসা সারা বিশ্বের মালিক ও পালনকর্তার জন্য এবং দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ], তাঁর আল ও আওলাদ এবং সাহাবাগণের প্রতি।

১.ফরয রোযার জন্য রাত বা ফজরের পূর্বে নিয়্যত না করা, যদিও বা মাসের প্রথমে একবার নিয়্যত করাই যথেষ্ট।

২.ফজরের আযানের সময় অথবা আযানের পরে পানাহার করা, যদিও বা কোন কোন মুয়াযযিন সতর্কতামূলক কিছু সময় পূর্বেই কখনও আযান দিয়ে থাকেন।

৩. ফজরের এক বা দু'ঘন্টা পূর্বেই সাহরী (রামাযান মাসের ভোরের খাবার) খাওয়া, অথচ ইফতার দ্রুত এবং সাহরী দেরীতে করার বিষয়ে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৪.এ মাসে অধিকাংশ মানুষ পানাহারে অপচয় ও বাড়াবাড়ি করে থাকেন, অথচ রোযাকে শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে ক্ষুধা অনুভব করার উদ্দেশ্যে। এ অপব্যয় সে মহান উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

৫.জামাআতের সাথে নামায আদায়ের বিষয়ে অবহেলা ও শিথিলতা। যেমনঃ জোহর ও আসরের নামাযে অলসতা করা, ঘুমের ওযর বা কৈফিয়াতে জামাআতে অনুপস্থিত থাকা অথবা অযথা কোন মূল্যহীন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে জামাআতে হাজির না হওয়া।

৬.রোযার মাসে দিন ও রাতে জিহবাকে মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা, গীবত, পরনিন্দা এবং অপবাদ ও চুগলখুরী করা থেকে সংরক্ষণ না করা।

৭.মূল্যবান সময়কে খেলা-ধুলা,আমদ-প্রমোদ,তামাশা ও কৌতুকে এবং ফিলম, চলচিত্র ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখে অপচয় করা। হেঁয়ালিপনা,তর্ক, বাদানুবাদ এবং রাস্তায় অনর্থক ঘুরে বেড়িয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা।

৮.রামাযান মাসে বিভিন্ন আমলকে বৃদ্ধির বিষয়ে অবহেলা করা। যেমনঃ বিভিন্ন দুআ, যিক্‌র-আয্‌কার এবং কুরআন তেলাওয়াত ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাযে অবহেলা করা।

৯.জামাআতের সাথে তারাবীর নামায না পড়া, অথচ এ বিষয়ে হাদীসে যথেষ্ট উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত কিয়ামুল লাইলের (তারাবীর) নামায আদায় করবে, তার জন্য সমস্ত রাতের ইবাদত সম্পাদন করার সওয়াব লিখে দেয়া হয়।

১০.দেখতে পাওয়া যায় যে, রামাযান মাসের প্রথমে মুসল্লী ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর সংখ্যা অনেক থাকে। অতঃপর মাসের শেষে অপারগতা ও এর সল্পতা লক্ষ্য করা যায়। অথচ রামাযানের প্রথম দশক থেকে শেষ দশকের আলাদা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

১১.রামাযানের শেষ দশকের কিয়ামুল লাইল ছেড়ে দেয়া, অথচ শেষ দশকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হলে নবী করীম [ﷺ] নিজে রাত্রি জাগতেন এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও রাত্রি জাগাতেন এবং নিজের কোমর শক্ত করে বেধে নতুন ভাবে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন।

১২. রোযার রাতে না ঘুমিয়ে জেগে থাকা, অতঃপর ফজরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়া। কেউ কেউ সকালের সূর্যকিরণের পর নামায পড়েন। এটা ফরজ নামাযে অবহেলা ও শৈথিল্যতার শামিল।

১৩.রামাযান মাসে অভাবী ও দরিদ্রদের সংখ্যা অধিক থাকার পরেও, তাদেরকে ধন-সম্পদ থেকে দান-খয়রাতে কার্পণ্যক রা ও বিরত থাকা। এ সমস্ত বরকতময় সময়ে দান-খয়রাত করার সওয়াব বহুগুণ থাকা সত্বেও তারা সে সুযোগ গ্রহণ করেন না।

১৪.অনেক লোক মালের যাকাত আদায় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অমনোযোগী ও বেখেয়াল, অথচ যাকাত হলো নামায ও রোযারই সমমর্যাদার স্থানে। যাকাত আদায় করা শুধু রামাযানের সাথেই নির্দিষ্ট নয়।

১৫.রোযার অবস্থায় দুআ করা থেকে গাফিল থাকা, বিশেষ করে ইফতার করার সময়, কেননা ইফতারের সময় দুআ করার বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রোযাদারের ইফতারের সময়ের দুআ রদ করা হয় না।

১৬.রামাযান মাসে ই'তেকাফ করা সুন্নাতের তার অবহেলা করা, বিশেষ করে শেষ দশকে, কারণ শেষ দশকের ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৭.অনেক মহিলা নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ, সুগন্ধযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছেদে মসজিদে হাজির হয়ে থাকেন, অথচ এ সমস্ত কাজ অন্যকে নিজের প্রতিপ্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করার শামিল।

১৮.রামাযানের রাতে মহিলাদের জন্য সহজে মার্কেটে বের হওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেয়া। অধিকাংশ সময় বিনা প্রয়োজনে বিদেশী ড্রাইভারের সাথে এবং সঙ্গে কোন মাহরাম ছাড়া বাড়ীর বাইরে বের হওয়া।

১৯.ঈদের রাতে এবং ঈদের দিন সকালে নামাযের পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা সুন্নত,অথচ তা পাঠ না করা এবং একই ভাবে দশই যুলহিজ্জাহ তারিখে তাক্‌বীর বলা ত্যাগ করা। অথচ পবিত্র কুরআনে এ দিনগুলিতে তাকবীর বলার নির্দেশ রয়েছে।

২০.যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করতে বিলম্ব করা, অথচ সুন্নাত হলো যে ঈদের দিন নামাযের পূর্বেই তা আদায় করা। ঈদের এক অথবা দু'দিন পূর্বেও যাকাতুল ফিতর আদায় করা জায়েয রয়েছে।

আমাদের প্রিয়নবী, তাঁর পরিবার ও পরিজন এবং তাঁর সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও ছালাম বর্ষিত হোক।

এই মূল্যবান উপদেশগুলি যিনি লিখেছেন তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে করুনা ও ক্ষমার ভিখারি।

মূল ঃ মাননীয় শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জিবরীন, অনুবাদঃ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জাব্বার